



9640 - চামড়ার মজার উপর মাসহে করার শর্তাবলি

প্রশ্ন

চামড়ার মজার উপর মাসহে করার শর্তগুলো কী কী? দললিসহ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

চামড়ার মজার উপর মাসহে করার জন্য শর্ত চারটি:

প্রথম শর্ত: পবিত্র অবস্থায় মজাদ্বয় পরধান করা। দললি হচ্ছে মুগরি বনি শূ'বা (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “মজাদ্বয়কে রেখে দাও; কারণ আমসি দুটো পবিত্র অবস্থায় পরধান করছি।”

দ্বিতীয় শর্ত: মজাদ্বয় সটো চামড়ার হোক কিংবা কাপড়ের হোক পবিত্র হতে হবে। নাপাক মজার উপর মাসহে করা জায়যে নই। দললি হচ্ছে- একদনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে জুতা পায়ের দ্বিতীয় নামায আদায় করছিলেন। নামায আদায়কালে তিনি জুতাজোড়া খুলে ফেলেন এবং জানালেন যে, জব্রাইল (আঃ) তাঁকে অবহতি করছেন যে, জুতাদ্বয়ে নাপাক আছে। [ইমাম আহমাদ তার মুসনাদ গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরি থেকে হাদিসটি বর্ণনা করছেন। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নাপাক জনিসি নিয়ে নামায পড়া নাজায়যে। আর নাপাক জনিসি মাসহে করতে গেলে যটো দ্বিতীয় মাসহে করা হবে সটোতে নাপাক লিগে সটোও নাপাক হয়ে যাবে। তাই সটো নাপাক জনিসিকে পবিত্র করবে না।

তৃতীয় শর্ত: মজাদ্বয় মাসহে করা যায় ছোট অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করার ক্ষেত্রে। জানাবাত বা যেকারণে গোসল ফরয হয় সবে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে মাসহে করা যায় না। দললি হচ্ছে সাফওয়ান বনি আস্‌সালরে (রাঃ) হাদিস: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নরিদশে দিয়েছেন আমরা যখন সফরে থাকি তখন আমরা যেনে তনিদনি তনিরাত জানাবাত ব্যতীত আমাদের মজা না খুলি। অর্থাৎ পায়খানা, পশোব বা ঘুমের কারণে যেনে মজা না খুলি।” [মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে সাফওয়ান বনি আস্‌সাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে] এ হাদিসেরে দললি থেকে জানা গেলে ছোট অপবিত্রতার ক্ষেত্রে মাসহে চলবে; বড় অপবিত্রতার ক্ষেত্রে নয়।

চতুর্থ শর্ত: শরীয়ত নরিধারতি সময়সীমার মধ্যে মাসহে করতে হবে। সবে সময়সীমা মুকীমেরে জন্য একদনি এক রাত। আর মুসাফিরেরে জন্য তনিদনি তনিরাত। দললি হচ্ছে আলী বনি আবু তালবে (রাঃ) এর হাদিস তনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু



আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুকীমেরে জন্য একদিন একরাত ও মুসাফরিরে জন্য তিনিদিন তিনিরাত নরিধারণ করছেন; অর্থাৎ মজার উপর মাসহে করার সময়কাল”[সহি মুসলমি] এ সময়কাল শুরু হবে ওয়ু ভঙ্গ হওয়ার পর প্রথমবার মাসহে করা থেকে এবং শেষে হবে মুকীমেরে ক্ষতেরে ২৪ ঘণ্টা পর। আর মুসাফরিরে ক্ষতেরে ৭২ ঘণ্টা পর। যদি আমরা ধরে নহি য়ে, এক লোক মঙ্গলবার ফজররে সময় ওয়ু করে ঐ দিনি এশার নামায আদায় করা পর্যন্ত এ ওয়ুর উপর ছিলি। রাত্তে ঘুময়িছে। বুধবার ভোররে ফজররে নামাযরে জন্য উঠে ঠকি ভোর পাঁচটায় মজার উপর মাসহে করছে। এক্ষতেরে তার মজা মাসহে করার সময়কাল শুরু হবে বুধবার ভোর পাঁচটা এবং শেষে হবে বৃহস্পতবার ভোর পাঁচটা। যদি ধরা হয় য়ে, বৃহস্পতবার ভোর পাঁচটার আগতে সয়ে ব্যক্তি মজার উপর মাসহে করছে তাহলে সয়ে ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত পবতিরতার উপর থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ ওয়ু দিয়ে ফজররে নামায ও অন্যান্য নামায পড়া তার জন্য জায়য়ে। কেননা আলমেদরে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, মাসহে করার সময় পূর্ণ হয়ে গেলেও তার ওয়ু ভঙ্গবে না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবতিরতার জন্য কোন সময় নরিধারণ করেননি। তিনি মাসহে করার সময় নরিধারণ করছেন। মাসহে করার সময় পূর্ণ হয়ে গেলে আর মাসহে করা যাবে না। কিন্তু কডে যদি মাসহে এর সময়কাল পূর্ণ হওয়ার সময় ওয়ু অবস্থায় থাকে তাহলে তার এ পবতিরতা অব্যাহত থাকবে; নষ্ট হবে না। কারণ এ পবতিরতা একটা শরয়িদললিরে ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়ছে। আর যা শরয়িদললিরে মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় সয়ে অন্য কোন শরয়িদললি ছাড়া রহতি হবে না। অথচ মজার উপর মাসহে করার সময়কাল পূর্ণ হয়ে গেলে ওয়ু ভঙ্গে যাওয়ার পক্ষে কোন দললি নহে। য়ে কোন কিছু এর মূল বধিনরে উপর অটুট থাকে যতক্ষণ না মূল বধিন দূর হয়ে যাওয়ার পক্ষে কোন দললি পাওয়া যায়।

এগুলো হচ্ছে চামড়ার মজার উপর মাসহে করার শরত। কোন কোন আলমে আরও কিছু শরত উল্লেখ করে থাকেন। তবে, সয়ে শরতরে কোন কোনটি আপত্তকির।